দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাঁচার অধিকার চাই

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। এই শিশুদের গড়ার কারিগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ। এদের বাদ দিয়ে দেশ গড়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। একথা অকপটে সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু কর্মজীবনে "কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দকে হতাশায় ভুগতে হচ্ছে।" অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মাসিক ভাতা মাত্র ৫০০ টাকা। তাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় সেই পণ্ডিত মশায়ের গল্পটি। পণ্ডিত মশায়ের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ২৫ টাকা। পরিদর্শক মহোদয়ের সাথে আসা তিন পাওয়ালা কুকুরটির জন্য মাসিক খরচ হত ৭৫ টাকা। পণ্ডিত মশায়ের পরিবারের আটজন সদস্য নিয়ে মাত্র ২৫ টাকা বেতন পেয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতেন। এসব চিন্তা করে হতাশার মাঝে রাগে-দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করেছেন কি-না আমাদের জানা নেই।

সবার জন্য শিক্ষা এই সামাজিক আন্দোলনের সাথে একজন শিক্ষকের ভাতা ৫০০ টাকা মাত্র। তাই সদাশয় সরকারের শিক্ষানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন, বেতন বৈষম্য দূরীকরণে এই হতভাগ্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বাঁচার অধিকার প্রদান করতে যেন আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

—রিংকু রানী ভৌমিক,
প্রধান শিক্ষিকা, গাবতলী স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।